কৃষি সুপারিশ

২৭-২৮ ই ফেব্রুয়ারী, ২০২৪ (১৪-১৫ই ফাল্গুন ১৪৩০)

আলু - এসময় নাবি ধ্বসা রোগ লাগতে পারে, সতর্কতা হিসেবে ম্যানকোজেব ২.৫ গ্রাম বা কপার অক্সিক্লোরাইড ৪ গ্রাম বা মেটালাক্সিল + ম্যানকোজেব ২.৫ গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করা যেতে পারে।জাত অনুযায়ী ৮০-১২০ দিনের মধ্যে ফসল তুলে ফেলতে হবে।ফসল তোলার ১০-১৫ দিন আগে জল সেচ বন্ধ করা উচিত। বীজ আলু তৈরী করার উদ্দেশ্যে চাষ করা জমিগুলির ফসল তোলার দুই সপ্তাহ আগে আলু গাছের কান্ড মাটি থেকে ৩-৪ ইঞ্চি রেখে কেটে ফেলতে হবে এবং সেই সঙ্গে কপার অক্সিক্লোরাইড ৪ গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে কাটা অংশে স্প্রে করতে হবে।

তিসি - গাছ শুকিয়ে খড়ের রং ধারন করলে এবং সেই সাথে বীজ শক্ত হয়ে গেলে ফসল কেটে তুলে ফেলতে হবে।

শ্বেত সরিষা - ধ্বসা রোগ দেখা দিলে মেটালাক্সিল ও ম্যানজেবের মিশ্রণ ২.৫ গ্রাম প্রতি লিটার জলে এবং ডাউনি মিল্ডিউ রোগ দেখা গেলে কপার অক্সিক্লোরাইড ৪ গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হবে। মেঘলা আবহাওয়ার জন্য জাব পোকার আক্রমন হতে পারে। তা নিয়ন্ত্রন করার জন্য থায়োমিথোক্সাম ২৫ % ডব্লিউ. জি১ গ্রাম প্রতি ৩ লিটার জলে গুলে স্প্রে করা যেতে পারে।পেকে গেলে ফলের রং সাদাটে হলুদ হয়, তখন ফসল কেটে তুলে ফেলতে হবে। ফসল সকালের দিকে কাটা উচিত নতুবা বীজ ঝড়ে পড়ার সম্ভবনা থাকে।

হাইব্রীড সরিষা- এ সময় পাতা ধ্বসা / গোড়া পচা রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটতে পারে। এই রোগের প্রতিকারের জন্য (মেটাল্যাক্সিল ৮% + ম্যানকোজেব ৬৪ %) ২.৫ ২ গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করুন।

মসুর :- ফুল আসার পর যদি ঘন কুয়াশা, অল্প বৃষ্টি হয়, তাহলে গাছের ডগার দিক থেকে বাদামি বর্ণ ধারণ করে শীঘ্র কালো হয়ে যায়। ম্যানকোজেব ২.৫ গ্রাম বা ক্লোরোথ্যালোনিল ২.০ গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হবে।

খেসারী : পাতা ধ্বসা ব গোড়া পচা রোগ দেখা দিলে কপার হাইড্রক্সাইড ২গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করা দরকার।

গম- গাছের বয়স ২১ ও ৪২ দিন হলে প্রতিবারে একরে ২৭ কেজি করে ইউরিয়া সার চাপান প্রয়োগ করতে হবে। বীজ বোনার ২০-২১ দিন পর সেচ দিন। গমের বৃদ্ধির যে যে দশায় জলসেচ প্রয়োজন-

১.মুকুট শিকড় দশা (বোনার ২১ দিন পর) ২.পাশকাঠি ছাড়া শেষ (বোনার ৪০-৪৫ দিন পর)

৩. থোড়ের শুরু (বোনার ৫০-৫৫ দিন পর) ৪. ফুল আসা অবস্থা (বোনার ৯০-৯৫ দিন পর)

৫. দুধ আসা অবস্থা (বোনার ১১০-১১৫ দিন পর)

ভুট্টা- ভুট্টার জমিতে ফল আর্মি ওয়ার্ম নামে লেদা পোকার আক্রমণ দেখা গেলে স্পিনেটোরাম ১১.৭% এস.সি. ১ মিলি প্রতি লিটার জলে বা ক্লোরানট্রানিলিপ্রোল ১৮.৫% এস.সি. ১ মিলি প্রতি ৩ লিটার জলে বা থায়ামিথোক্সাম ও ল্যামডা সায়হ্যালোথ্রিন মিশ্রণ ০.৫ মিলি প্রতি লিটার জলে গুলে সকালে বা সন্ধ্যায় স্প্রে করতে হবে।

বোরো ধান - বীজতলায় ঝলসা রোগের আক্রমন দেখা দিলে কার্বেন্ডাজিম ৫০% ১ গ্রাম প্রতি লিটার জলে অথবা (ট্রাইসাইক্লাজোল ১৮ % + ম্যানকোজেব ৬২ %) ২ গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করুন।

মাঘের মাঝামাঝির মধ্যে (জানুয়ারির শেষ) বোরো ধান রোয়া শেষ করা দরকার।৫ সপ্তাহ বয়সের ৫-৬ টি পাতাযুক্ত চারা রোয়া করা দরকার। প্রতি গুছিতে ৬-৭ টি চারা দেওয়া প্রয়োজন। বাদামি শোষক পোকা আক্রমনপ্রবন এলাকায় ১৫-২০ লাইন অন্তর এক লাইন রোয়া না করে ফাঁকা রাখা দরকার।মুলজমিতে উচচফলনশীল জাতের ক্ষেত্রে একর প্রতি ৫২ কেজি নাইট্রোজেন ,২৬ কেজি ফসফেট ও ২৬ কেজি পটাশ সার প্রয়োগ করতে হবে ।শেষ চাষের আগে নাইট্রোজেন ঘটিত সারের ১/৪ অংশ, ফসফেট সারের ১০০ % ও পটাশ সারের ৩/৪ অংশ মুলজমিতে সমানভাবে প্রয়োগ করতে হবে। নাইট্রোজেন ঘটিত মোট সারের ১/২ অংশ প্রথম চাপান এবং বাকি ১/৪ অংশ দ্বিতীয় চাপান হিসাবে যথাক্রমে রোয়ার ২১ ও ৪২ দিনের মাথায় প্রয়োগ করতে হবে। পটাশ সারের বাকি ১/৪ অংশ দ্বিতীয় চাপান হিসাবে নাইট্রোজেন ঘটিত সারের সঙ্গে রোয়ার ৪২ দিনের মাথায় প্রয়োগ করতে হবে।

সূর্যমুখী- জমিতে গোড়া পচা রোগ দেখা দিলে প্রতি লিটার জলে ৮ গ্রাম কপার অক্সিক্লোরাইড ৫০ % জলে গুলে গাছের গোড়া ভিজিয়ে দিতে হবে।ফুলের পিছনদিক হলদে হয়ে নরম তুলতুলে হলে এবং বীজ কালো রং এর হলে ফসল কাটার উপযুক্ত হয়।

তিল : ফাল্গুন-চৈত্র মাসে জল নিকাশের সুবিধা যুক্ত বেলে দোঁয়াশ বা দোঁয়াশ মাটিতে তিলের বীজ বপন করুন। জমির মাটি ঝুরঝুরে করে তৈরী করতে হবে।অসেচ চাষে জমিতে শেষ চাষের সময় একর প্রতি ১২ কেজি হারে নাইট্রোজেন ,ফসফেট ও পটাশ সার প্রয়োগ করতে হবে। সেচ সেবিত জমিতে শেষ চাষের সময় একর প্রতি ১২ কেজি হারে নাইট্রোজেন ও ফসফেট এবং ৬ কেজি পটাশ সার প্রয়োগ করতে হবে।

চীনাবাদাম : ফাল্গুন-চৈত্র মাসে জল নিকাশের সুবিধা যুক্ত বেলে দোঁয়াশ বা দোঁয়াশ মাটিতে চীনাবাদামের বীজ বপন করুন।এই ফসল চাষে একর প্রতি ২৫-৩৫ কেজি বীজের প্রয়োজন। উপযুক্ত জাতগুলি হল জে. এল ২৪, একে-১২-২৪,টি.জি-৫১ ইত্যাদি।প্রতি কেজি বীজ শোধনের জন্য ২.৫ গ্রাম থাইরাম ৭৫ % ব্যবহার করুন।

কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার-এর

পক্ষে -

ফুা-কৃষি অধিকর্তা (জন সংযোগ, সম্প্রচার ও তথ্য), পশ্চিমবঙ্গ